দানিয়েলের পুস্তক - নম্বর সাতান্ন

প্রকাশিত বাক্যের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক গুপ্ত রহস্য উন্মোচন: শেষকালের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্য দিয়ে একটি যাত্রা

Jeff Pippenger

2024-01-21

সমস্ত নবী পৃথিবীর শেষ সম্পর্কে কথা বলেছেন, এবং সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে এসে মিলিত হয়ে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে দানিয়েল গ্রন্থেরই একই ধারা অনুসরণ করা হয়েছে, কারণ উভয়ই একই গ্রন্থ। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নীতিসমূহ পূর্ববর্তী প্রবন্ধসমূহে সুদৃঢ়ভাবে লিপিবিদ্ধ করা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে আমাদের জানানো হয়েছে যে, অনুগ্রহকাল সমাপ্ত হওয়ার ঠিক আগে যে সিলমোহরিত ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তার মোহর খোলা হয়। এই প্রবন্ধগুলো এখন প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে উন্মোচিত হতে থাকা বার্তার সঙ্গে সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপাদানগুলো উপস্থাপন করে আসছে। এই বার্তাটি কোনো একক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্য নয়, এবং যে বার্তাটি উন্মোচিত হচ্ছে তার প্রত্যেকটি উপাদান যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত।

বার্তাটি অনুগ্রহের সময়ের সমাপ্তির ঠিক আগে, যখন "সময় নিকটবর্তী", তখনই সীলমুক্ত করা হয়। দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্য পুস্তকদ্বয়, ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার লেখনীসমূহের ব্যাখ্যার সাথে সমন্বয়ে, কোনো ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তার সীল খোলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া সম্পর্কে অত্যন্ত নির্দিষ্ট। সীল খোলার কাজটি সম্পন্ন করেন যিহূদার গোত্রের সিংহ, এবং তিনি তা করলে বার্তাটি উপস্থাপনের জন্য একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি পিতার কাছ থেকে বার্তাটি গ্রহণ করেন; পিতাকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে তিনি সাতটি সীল দিয়ে সীলমোহরিত বাইবেলটি হাতে ধরে আছেন। যিহূদার গোত্রের সিংহ, যিনি দাউদের মূল এবং বধিত মেষশিশুও, পিতার কাছ থেকে সেই বইটি গ্রহণ করে সীলগুলো খুলে দেন।

যীশু তখন বার্তাটি গ্যাব্রিয়েলের কাছে দেন, যিনি অন্যান্য স্বর্গদূতদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই বার্তাটি একজন নবীর কাছে পৌঁছে দেন; নবী বার্তাটি লিখে গির্জাগুলিতে পাঠিয়ে দেন। যখন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তার সীলমোহর খোলার সময় উপস্থিত হয়, তখন সেই বার্তাটি উন্মোচিত হওয়া একটি তিন-ধাপের পরীক্ষার প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে, যা গির্জার মধ্যে যারা নবীর লেখার লক্ষ্যপাঠক, তাদের পরীক্ষা করে; এবং সেই গির্জাসদস্যদের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে, তারা নির্ধারণ করে যে তারা দুই শ্রেণির কোনটিতে পড়ে। যারা উন্মোচিত বার্তার ফলে সৃষ্ট জ্ঞানের বৃদ্ধি গ্রহণ করে, তাদের “জ্ঞানী” হিসেবে চিহ্নিত করা হয়; আর যারা গ্রহণ করে না, তাদের দানিয়েল “দুষ্ট” এবং মিথ“মূর্খ” হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রহস্যের সীলমোহর খোলার সঙ্গে সম্পর্কিত এই সব বিষয় প্রকাশিত বাক্য সতেরো অধ্যায়ের নবম পদে আলোচনা ও গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয়েছে, কারণ সেখানে যিশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্যের এমন একটি দিক চিহ্নিত করা হয়েছে যা উপাসকদের দুই শ্রেণিকে পরীক্ষা করবে। এটি তা করে এই মর্মে নির্দেশ দিয়ে যে, ওই পদের সতর্কসংকেতের পর যে বার্তা আসে, তা ‘জ্ঞানীরাই’ বুঝবে।

> এবং এখানে সেই মন আছে, যার প্রজ্ঞা আছে। সাতটি মিস্তক হলো সাতটি পর্বত, যাদের উপরে সেই নারী বসে আছে। এবং সেখানে সাতজন রাজা আছে: পাঁচজন পতিত হয়েছে, একজন আছে, আর অন্যজন এখনও আসেনি; এবং যখন সে আসে, তখন তাকে অল্পকাল স্থির থাকতে হবে। আর যে পশু ছিল, এবং নেই, সেই-ই অষ্টম, এবং সে সাতজনের মধ্য হইতে, এবং সে বিনাশে যায়। প্রকাশিত বাক্য 17:9–11.

'জ্ঞানযুক্ত মন' হচ্ছে 'জ্ঞানীদের' মন। 'জ্ঞানীরা' জ্ঞানের বৃদ্ধি অনুধাবন করে, এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চিহ্নের ঠিক পরেই যে জ্ঞানের বৃদ্ধি উপস্থাপিত হয়েছে—যে চিহ্নটি এমন এক সত্যকে চিহ্নিত করে, যা জ্ঞানীরা বুঝবে এবং অধার্মিকরা প্রত্যাখ্যান করবে—তা হলো পরবর্তী পদসমূহে উল্লিখিত বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর রাজ্যসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত সত্য। সেই পদসমূহ বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর রাজ্যসমূহের চূড়ান্ত চিত্রায়ণ প্রদর্শন করে, এবং অন্তিম কালে যে বিষয়টি উন্মোচিত হয় তা হলো—ঐ আটটি রাজ্য দানিয়েল পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর রাজ্যসমূহের প্রথম চিত্রায়ণেও প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

সত্যের উন্মোচন বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর রাজ্যসমূহ সম্পর্কে যে সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তাকে সমর্থন করে; সেই দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল মিলারের 'রত্ন'গুলোর একটি। কিন্তু এই উন্মোচন দশগুণ বেশি উজ্জ্বলভাবে দীপ্ত, কারণ এতে মিলারাইটরা তাদের ইতিহাসের সীমিত প্রেক্ষাপট থেকে যতটা বুঝেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সত্য বিদ্যমান; এবং এটি 'দশ' সংখ্যার মাধ্যমে প্রতীকায়িত এক পরীক্ষাকে উপস্থাপন করে, আবার 'এখানে জ্ঞানযুক্ত মন আছে' এই প্রারম্ভিক সতর্কবাণীর সতর্কতামূলক বাতিঘর দ্বারাও, যার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যা হলো: পরবর্তী সত্যটি সেই সব গির্জাকে পরীক্ষা করবে, যাদের কাছে অনুগ্রহের সময়ের সমাপ্তির ঠিক আগে মোহরভাঙা বার্তা প্রেরিত হবে।

প্রকাশিত বাক্য সতেরো অধ্যায়ে যোহনকে পোপতন্ত্রের এক হাজার দুইশো ষাট বছরের অন্ধকারের অরণ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাকে সেই সময়কালের একেবারে শেষ প্রান্তে, ১৭৯৮ সালে স্থাপন করা হয়েছিল; যা সেই একই ইতিহাস, যেখানে প্রকাশিত বাক্য তেরো অধ্যায়েও তাকে স্থাপন করা হয়েছিল।

> আমি সমুদ্রতটের বালুর উপর দাঁড়ালাম, এবং দেখলাম সমুদ্র থেকে এক পশু উঠে আসছে; তার সাতটি মাথা ও দশটি শিং ছিল, আর তার শিংগুলোর উপর দশটি মুকুট, এবং তার মাথাগুলোর উপর নিন্দার নাম ছিল। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১।

"সমুদ্রের বালি" ১৭৯৮-কে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ এটি সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণকে বোঝায়, যেখানে যোহনকে অতীতকালে পোপতন্ত্র (সমুদ্রের জন্তু) দেখানো হয়েছিল, এবং দেখানো হয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্র (পৃথিবীর জন্তু) উত্থিত হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত আসন্ন রবিবার-আইনের সময় ড্রাগনের মতো কথা বলবে। তারপর পৃথিবীর জন্তু সমগ্র বিশ্বকে "জন্তুর মূর্তি" গ্রহণ করতে বাধ্য করে, যা কথা বলবে এবং সমগ্র বিশ্বের ওপর রবিবার-আইন কার্যকর করবে।

> যে সময়ে পোপতন্ত্র, যার শক্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, নির্যাতন থেকে বিরত হতে বাধ্য হয়েছিল, সেই সময়ে যোহন দেখলেন একটি নতুন শক্তি উঠছে, যা অজগরের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত করবে এবং একই নিষ্ঠুর ও ধর্মনিন্দামূলক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই শক্তি, গির্জা ও ঈশ্বরের আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এমন শেষ শক্তি, মেষশাবকের মতো শিংযুক্ত এক পশুর দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে। এর আগে যেসব পশু ছিল, তারা

> সমুদ্র থেকে উঠছিল; কিন্তু এটি পৃথিবী থেকে উঠছিল, যে জাতিকে এটি প্রতীকায়িত করে—যুক্তরাষ্ট্র—তার শান্তিপূর্ণ উত্থানকে নির্দেশ করে। সাইনস অব দ্য টাইমস, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯১০।

যোহনকে ইতিহাসের একই দৃষ্টিকোণে নেওয়া হয় সপ্তদশ অধ্যায়ে বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর রাজ্যসমূহের চূড়ান্ত উপস্থাপনা গ্রহণ করার জন্য। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রাজ্যসমূহ উপস্থাপিত হয়। প্রথমেই তাকে জানানো হয় যে পশুটি গির্জা ও রাষ্ট্র—উভয়কেই—নিয়ন্ত্রণ করে, কারণ সে কেবল সাতটি মাথার উপর নয়, সাতটি পর্বতের উপরও আসীন। মহা ব্যভিচারিণীর এভাবে আসীন থাকা দ্বারা বোঝানো হয় যে সে-ই পশুটির উপর আরোহী, আর যে পশুটির উপর আরোহী, সেই-ই পশুটিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

> আর তুমি যে নারীকে দেখেছিলে, সেই নারীই সেই মহান নগরী, যা পৃথিবীর রাজাদের উপর রাজত্ব করে। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৮।

"reigneth" শব্দটির অর্থ হলো ধরে রাখা এবং শাসন করা। একজন আরোহী লাগাম ধরে পশুর ওপর শাসন করে। পোপতন্ত্র সাতটি মাথার ওপর এবং সাতটি পর্বতের ওপরও শাসন করে। দানিয়েল পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, দানিয়েল Nebuchadnezzar-কে জানান যে তিনি স্বর্ণের "মস্তক"। ইশাইয়াহ পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ে "মস্তক" বলতে রাজা, ক্যাপিটল বা রাজ্যও বোঝায়।

> কারণ সিরিয়ার প্রধান হলো দামেস্ক, আর দামেস্কের প্রধান হলো রেজিন; এবং পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে এফ্রয়িম এমনভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হবে যে সে আর কোনো জাতি থাকবে না। আর এফ্রয়িমের প্রধান হলো সমারিয়া, আর সমারিয়ার প্রধান হলো রেমালিয়ার পুত্র। যদি তোমরা বিশ্বাস না কর, তবে তোমরা নিশ্চয়ই স্থির থাকবে না। যিশাইয় ৭:৭, ৮।

পোপতন্ত্র, যা পশুর পিঠে আরোহী নারীরূপে দেখানো হয়েছে, পৃথিবীর সকল রাজাদের উপর শাসন করে। সেই রাজাদের “দশ রাজা” হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যারা শেষকালের ড্রাগন-শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে। তারা সেই রাজারা, যাদের সঙ্গে টাইরের বেশ্যা ব্যভিচার করে। সেই “দশ রাজা”কে পোপতন্ত্রের কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু সেই দশ রাজার মধ্যে প্রধান রাজা হলো যুক্তরাষ্ট্র। তাই যুক্তরাষ্ট্রকেও ইস্রায়েলের উত্তর দিকের দশটি রাজ্যের রাজা আহাব দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। “সাত” সংখ্যা “সম্পূর্ণতা”কে বোঝায়, এবং যখন পোপতন্ত্রকে পৃথিবীর রাজাদের উপর রাজত্বকারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়, তখন সে দশ রাজার উপরেও রাজত্ব করছে এবং সে সাতটি মাথার উপর আসীন।

এখানে রয়েছে প্রজ্ঞাসম্পন্ন মন, কারণ শেষ দিনগুলোর জ্ঞানীরা "line upon line" পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, এবং তারা বোঝেন যে ওই বেশ্যা যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ওপর শাসন করে তার প্রতিটি প্রতীক একই সত্যকে নির্দেশ করে। সে আরও সাতটি পর্বতের ওপর শাসন করে, এবং মিলারাইটরা বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে "পর্বত"কে একটি রাজ্যের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, তবে তারা এটাও চিহ্নিত করেছিলেন যে প্রতীকগুলোর একাধিক অর্থ থাকে।

পর্বতও গির্জার প্রতীক। শাস্ত্রে "মহিমান্বিত পবিত্র পর্বত" ঈশ্বরের গির্জাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

> আমোজের পুত্র যিশায়া যিহূদা ও যিরূশালেম সম্বন্ধে যে দর্শন দেখেছিলেন। আর শেষে কালে এমন হবে যে প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতমালার শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং পাহাড়সমূহের ঊর্ধ্বে উচ্চ করা হবে; এবং সমস্ত জাতি তার দিকে প্রবাহিত হবে। অনেক লোক যাবে এবং বলবে, এসো, আমরা প্রভুর পর্বতে, যাকোবের ঈশ্বরের গৃহে উঠি; তিনি আমাদের তাঁর পথ শেখাবেন, এবং আমরা তাঁর পথে চলব; কারণ সিয়োন থেকে ব্যবস্থা নির্গত হবে, এবং যিরূশালেম থেকে প্রভুর বাক্য। যিশায়া ২:১-৩।

“প্রভুর গৃহ” হলো তাঁর গির্জা, এবং সেটি একটি “পর্বত”। মহাবেশ্যা সাতটি পর্বতের উপর আসীন; এতে বোঝা যায় যে সে যেমন সকল রাজাদের উপর শাসন করে, তেমনি সকল গির্জার উপরও শাসন করে। সে সারা বিশ্বের সকল গির্জা ও সকল রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ করে।

ইশাইয়া যে দর্শনের কথা উল্লেখ করছেন—যা তার কাছে ‘যিহূদা ও যিরূশালেম সম্বন্ধে’ এসেছিল—আমরা যা সদ্য উদ্ধৃত করেছি, তা আরও চলতে থাকে; এবং তা এখনো চতুর্থ অধ্যায়ের একই অংশ। ইশাইয়ার মতে, সেটিই সেই ‘একই দিন’ যখন লোকেরা বলে, ‘এসো, আমরা সদাপ্রভুর পর্বতে, যাকোবের ঈশ্বরের গৃহে ওঠে যাই।’ সেই একই সময়ে ‘সাত জন নারী’র কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

> আর সে দিনে সাতজন নারী একজন পুরুষকে আঁকড়ে ধরে বলবে, আমরা আমাদের নিজের রুটি খাব, আমাদের নিজের পোশাক পরব; কেবল আমাদের তোমার নামে ডাকা হোক, যাতে আমাদের কলঙ্ক দূর হয়। সে দিন প্রভুর অঙ্কুর হবে সুন্দর ও মহিমাময়, আর ভূমির ফল ইস্রায়েলের রক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য হবে উৎকৃষ্ট ও মনোরম। আর এমন হবে যে সিয়োনে যে অবশিষ্ট থাকবে এবং যিরূশালেমে যে টিকে থাকবে, তাকে পবিত্র বলা হবে—যিরূশালেমে জীবিতদের মধ্যে যার নাম লেখা আছে, প্রত্যেককে—যখন প্রভু সিয়োনের কন্যাদের অশুচিতা ধুয়ে ফেলবেন এবং বিচারের আত্মা ও দহন-আত্মা দ্বারা যিরূশালেমের মধ্য থেকে তার রক্তপাত শোধন করবেন। আর প্রভু সিয়োন পর্বতের প্রত্যেক বাসস্থানের ওপর ও তার সমাবেশগুলোর ওপর দিনে মেঘ ও ধোঁয়া, আর রাতে জ্বলন্ত আগুনের দীপ্তি সৃষ্টি করবেন; কারণ সমস্ত মহিমার ওপর থাকবে এক আবরণ। এবং দিনে তাপ থেকে ছায়া দেওয়ার জন্য, আশ্রয়ের স্থান হওয়ার জন্য, ঝড় ও বৃষ্টি থেকে আড়াল দেওয়ার জন্য একটি তাঁবু থাকবে। যিশায়া ৪:১-৬।

যিশাইয়ার দর্শনের বিষয় যে ‘দিন’, তা হলো প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের মহাভূমিকম্পের ‘ঘণ্টা’। ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের হতাশা থেকে ‘ফিরে আসো’ এই তাগিদ গ্রহণ করেছে, লেবীয় পুস্তকের ছাব্বিশ অধ্যায়ের শর্ত পূরণ করেছে, এবং ইযেকিয়েলের প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা যারা একত্রিত হয়েছে—সেই জ্ঞানীরা ইসলামের চার বায়ু সম্পর্কে ইযেকিয়েলের দ্বিতীয় বার্তা গ্রহণ করলে সিলমোহরপ্রাপ্ত হয়। এরপর তাদের স্বর্গে এক পতাকার মতো উত্তোলিত করা হয়, এবং ব্যাবিলনে থাকা ঈশ্বরের অন্য সন্তানরা ব্যাবিলন থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বানে সাড়া দিতে শুরু করে—যা ভূমিকম্পেই শুরু হয়; আর সেই ভূমিকম্পই হলো আসন্ন রবিবারের আইন। ঈশ্বরের অন্য পাল ব্যাবিলন থেকে বেরিয়ে আসার বার্তা শোনে, এবং তারা ঘোষণা করে, “এসো, আমরা প্রভুর পর্বতে, যাকোবের ঈশ্বরের গৃহে উঠি।”

সেই "সময়ে" মহাবেশ্যা তার গান গাইতে শুরু করে এবং পৃথিবীর রাজাদের সঙ্গে ব্যভিচার করে। যাদের নাম মেষশিশুর জীবনগ্রন্থে লেখা নেই, তারা সেই মহাবেশ্যার অনুসরণ করে, এবং তাদের গির্জাগুলি তার কর্তৃত্বের অধীনে আসে। সেই গির্জাগুলিকে যিশাইয়া "সাত নারী" হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ঐ "সাত নারী"ই হলো "সাত পর্বত", যেগুলোর ওপর

পোপতন্ত্র শাসন করবে, যখন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র পৃথিবীকে এমন এক জন্তুর প্রতিমূর্তি স্থাপন করতে বাধ্য করবে, যা কথা বলবে এবং সকলকে পোপীয় কর্তৃত্বের চিহ্ন গ্রহণ করাতে বাধ্য করবে।

ঐ যে বলা হয়েছে, "সাত নারী একজন পুরুষকে আঁকড়ে ধরবে," আর সেই "পুরুষ"ই সেই "পুরুষ" যাকে পল "পাপের মানুষ" হিসেবে চিহ্নিত করেন। সে পরীক্ষা-কালে যারা যিরূশালেমে থাকবে, তাদের পবিত্র বলা হবে—যিরূশালেমে জীবিতদের মধ্যে যাদের নাম লেখা আছে, তাদের প্রত্যেককেই। ঈশ্বরের লোকেরা হলেন তারা, সেই সময়ের মানুষ, যাদের নাম লেখা আছে জীবনপুস্তকে—সেই মেষশিশুর পুস্তকে, যিনি জগতের ভিত্তি স্থাপনের সময় থেকেই নিহত হয়েছিলেন। অন্য শ্রেণি—যারা "পাপের মানুষ"-কে আঁকড়ে ধরে—তারা হলো প্রকাশিত বাক্যের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত সেই লোকেরা, যারা পাপের মানুষকে উপাসনা করে।

> আর পৃথিবীতে যারা বাস করে তারা সবাই তাকে উপাসনা করবে, যাদের নাম পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপনের সময় থেকেই বলিদানকৃত মেষশাবকের জীবনের পুস্তকে লেখা নেই। যার কান আছে, সে শুনুক। প্রকাশিত বাক্য ১৩:৮, ৯।

মহাভূমিকম্পের "সময়", যা রবিবার আইন সংকট, সেটিই অনুসন্ধানমূলক বিচারের পরিসমাপ্তি; এবং বিচার নির্ভর করে এই বিষয়ের ওপর যে তোমার নাম জীবনের পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যায় কি পাওয়া যায় না। অতএব সেই সময়ে জীবনের পুস্তকের সঙ্গে সম্পর্ক দ্বারা যেসব দুই শ্রেণি প্রতিভাত হয়, তারা বিচারকার্যের একেবারে সমাপনী দৃশ্যগুলোকে চিহ্নিত করে। যারা "অধর্মের মানুষ"কে আঁকড়ে ধরে, তারা ঘোষণা করে যে তারা তাদের "নিজেদের রুটি খাবে, এবং নিজেদের পোশাক পরবে", কিন্তু তাদের প্রধান আকাঙ্ক্ষা হলো "তোমার নামে ডাকা হতে"।

তারা তাদের নিজস্ব মতবাদকি বিশ্বাসের বিবৃতি (নিজে নিজে রুটি খাবে) বজায় রাখবে, এবং তাদের সম্প্রদায়গত ঘোষণা (নিজে নিজে পোশাক)ও বজায় রাখবে, কিন্তু "পাপের মানুষ"-এর নাম গ্রহণ করবে। "পাপের মানুষ"-এর নাম হলো "catholic", যার অর্থ "সার্বজনীন"। যারা "পাপের মানুষ"-কে আঁকড়ে ধরে, তারা "সার্বজনীন চার্চ"-এর অংশ হতে চায়, যা হলো ক্যাথলিক চার্চ। নিজেদের "কলঙ্ক" "দূর" করার জন্য তারা সেই সম্পর্ক কামনা করে।

'তিরস্কার'টি শেষ কালে সকল গির্জা ও সকল জাতির উপর যে পশু রাজত্ব করে, তার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে উল্লেখ করে। প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে 'মহাভূমিকম্পের সময়ে', 'তৃতীয় বিপদ শীঘ্রই আসে'। 'তৃতীয় বিপদ' হলো ইসলাম। প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে 'মহাভূমিকম্পের সময়ে', সপ্তম তূরী বাজে। সপ্তম তূরী হলো ইসলাম। 'মহাভূমিকম্পের সময়ে'ই ইসলাম আঘাত হানে, কারণ সমস্ত তূরীই সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপায়, যেগুলো ঈশ্বর সমগ্র বিশ্ব-ইতিহাস জুড়ে জোরপূর্বক রবিবার-উপাসনার উপর বিচার আনতে ব্যবহার করেছেন।

শীঘ্র আসন্ন রবিবারের আইন প্রবর্তনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের 'জাতীয় ধ্বংস' ঘটলে, 'জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হবে।' বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে জাতিসমূহকে ক্রুদ্ধ করে ইসলামই, যেমনটি আদিপুস্তকে ইসলামের প্রথম উল্লেখে দেখা যায়।

> তখন সদাপ্রভুর দূত তাঁকে বললেন, দেখ, তুমি গর্ভবতী হয়েছ, এবং একটি পুত্র প্রসব করবে, আর তার নাম ইশ্মায়েল রাখবে; কারণ সদাপ্রভু তোমার দুঃখকষ্ট শুনেছেন। আর সে হবে এক বন্য মানুষ; তার হাত হবে প্রত্যেকে মানুষের বিরুদ্ধে, এবং প্রত্যেক মানুষের

> হাত তার বিরুদ্ধে; এবং সে তার সকল ভ্রাতার সম্মুখে বাস করবে। আদিপুস্তক ১৬:১১, ১২।

শেষে দিনের 'কলঙ্ক' হলো ইসলাম ধর্ম। বিশ্বের গির্জাগুলো এবং জাতিসমূহ একটি জাতিসংঘের নতুন বিশ্বব্যবস্থার কর্তৃত্বের অধীনে আসবে, যা ক্যাথলিক গির্জা দ্বারা শাসিত হবে। পোপ একক বিশ্বব্যবস্থার শীর্ষে আসীন হবেন, যেমন ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টান্টিন পোপতন্ত্রকে তার আসন দিয়েছিলেন। জাতিসমূহ নির্ধারণ করবে যে ইসলামের দ্বারা মানবজাতির বিরুদ্ধে চালানো যুদ্ধ মোকাবিলা করার তাদের সামর্থ্য কেবল একটি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব, যার জন্য কোনো নৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে—এবং যুক্তরাষ্ট্র দাবি করবে যে সে কর্তৃপক্ষই রোমান চার্চ। যেমন ৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জাস্টিনিয়ান ক্যাথলিক গির্জাকে তার মহান কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি ইতিহাস আবার পুনরাবৃত্ত হবে। যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক শক্তির মাধ্যমে বিশ্বকে আজ্ঞাপালনে বাধ্য করবে, যেমন ৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্লোভিস ক্যাথলিক গির্জার জন্য করেছিলেন। প্রকাশিত বাক্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদে বর্ণিত ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হবে।

> আর আমি যে পশুটিকে দেখিলাম, তা চিতাবাঘের ন্যায়; এবং তার পা ভালুকের পায়ের ন্যায়, আর তার মুখ সিংহের মুখের ন্যায়; এবং অজগর তাকে তার শক্তি, তার সিংহাসন, এবং মহা কর্তৃত্ব দিল। প্রকাশিত বাক্য ১৩:২।

একবার প্রতিমা স্থাপিত হলে, তখন ইসলামের আক্রমণে ক্ষুব্ধ পৃথিবীর রাজারা বুঝবে যে ইসলামের বিরুদ্ধে যে সার্বজনীন "নিন্দা" ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে পশুর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেটি ছিল না সেই "নিন্দা" যেটি নিয়ে "পাপের মানুষ" (ইজেবেল) সত্যিই উদ্বিগ্ন ছিল। খুব দেরিতে, বিশ্ব জানতে পারবে যে ইজেবেল ইসলামের ব্যাপারে কিছুই পরোয়া করে না; বরং তার হৃদয় চায় এলিয়াহকে হত্যা করতে, যেমন হেরোদিয়া বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে হত্যা করেছিল।

"যে মনের জ্ঞান আছে" সেটিই "জ্ঞানীর মন"; আর "জ্ঞানীরা" তারা, যারা সেই "জ্ঞানের বৃদ্ধি" বুঝতে পারে—যা উৎপন্ন হয় যখন যিহূদা গোত্রের সিংহ, পরীক্ষাকাল সমাপ্ত হওয়ার ঠিক আগে, যিশু খ্রিষ্টের প্রত্যাদেশের সীলমোহর খুলে দেয়।

> আর তিনি আমাকে বললেন, এই পুস্তকের ভাববাণীর বাণী সকল মুদ্রাঙ্কিত করিও না; কারণ সময় সন্নিকট। যে অন্যায়কারী, সে এখনও অন্যায় করুক; এবং যে অপবিত্র, সে এখনও অপবিত্র থাকুক; এবং যে ধার্মিক, সে এখনও ধার্মিক থাকুক; এবং যে পবিত্র, সে এখনও পবিত্র থাকুক। প্রকাশিত বাক্য ২২:১০, ১১।

"সাতটি মাথা হলো সাতটি পর্বত, যার উপর নারী বসে আছে"—এটি এই সত্যকে উপস্থাপন করে যে পোপতন্ত্র গির্জা ও রাষ্ট্র উভয়ের ওপর শাসন করবে। প্রতীকগুলোর একাধিক অর্থ থাকে, এবং যে অংশে প্রতীকগুলো উপস্থাপিত হয়েছে, সেই অংশের প্রেক্ষাপটেই সেগুলোকে সংজ্ঞায়িত ও বোঝা উচিত। যুক্তি তোলা হয় যে পদটি মাথাগুলোকেই পর্বত হিসেবে শনাক্ত করছে; তাহলে মাথা (রাষ্ট্রশাসন) ও পর্বত (গির্জাশাসন) এর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের যৌক্তিকতা কী? এই পার্থক্যটি দানিয়েলের পুস্তকের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে পৌত্তলিক রোম ও পোপীয় রোম—উভয়কেই তাদের পূর্ববর্তী জন্তুসমূহের তুলনায় 'ভিন্ন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যখন সপ্তম অধ্যায়কে অষ্টম অধ্যায়ের উপর বসানো হয় (পংক্তির পর পংক্তি), তখন আমরা অষ্টম অধ্যায়ে রোমের ক্ষুদ্র শিংকে দেখি—পুরুষ, নারী, পুরুষ, নারী—এর মধ্যে দুলতে। একটি প্রতীক (ক্ষুদ্র শিং) যা দুটি শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে। ওই অধ্যায়গুলোতে শিং মানে একটি রাজ্য, আর রাজ্য মানে একটি মস্তকও বটে। অষ্টম অধ্যায়ে ক্ষুদ্র শিং দুটি রাজ্যকে নির্দেশ করে, যা বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর চতুর্থ ও পঞ্চম রাজ্য। ক্ষুদ্র শিং প্রতীকগতভাবে দুটি রাজ্যকে বোঝায়, আর যে দুটি রাজ্যকে এটি বোঝায়, সেগুলি রাষ্ট্রশাসন ও গির্জাশাসনের সংযুক্তিকে চিহ্নিত করে। সাতটি মস্তক, যা সাতটি পর্বতও, দুটি রাজ্যকে নির্দেশ করে; এবং একটি রাজ্য হলো গির্জাশাসন, আর অন্যটি রাষ্ট্রশাসন।

দানিয়েল গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই ভাববাণীমূলক প্রতীকের আরেকটি সাক্ষ্য রয়েছে, কারণ সেখানে শেষ রাজ্যটি, যেটিকে মিলারাইটরা রোমের চতুর্থ রাজ্য হিসেবে বুঝেছিল, লোহা ও মাটির দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে। লোহা ও মাটি মিশে আছে, যদিও বাস্তবে লোহা মাটির সঙ্গে মেশে না। তবু 'লোহা ও মাটি' সম্পর্কে সিস্টার হোয়াইট মন্তব্য করতে গিয়ে, তিনি এটিকে গির্জা-কৌশল ও রাষ্ট্র-কৌশলের প্রতীক হিসেবে শনাক্ত করেন, যেমনটি অষ্টম অধ্যায়ের ক্ষুদ্র শিং দ্বারা এবং 'প্রকাশিত বাক্য' সতেরোর সেই মাথাগুলির দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, যেগুলো পর্বতও বটে।

> আমরা এমন এক সময়ে এসে পৌঁছেছি, যখন ঈশ্বরের পবিত্র কাজটি সেই মূর্তির পায়ের দ্বারা প্রতীকায়িত, যেখানে লোহা কাদামাটির সঙ্গে মিশ্রিত ছিল। ঈশ্বরের একটি জাতি আছে, একটি নির্বাচিত জাতি, যাদের বিচক্ষণতা পবিত্রীকৃত হতে হবে, এবং যারা ভিত্তির উপর কাঠ, খড় ও খড়কুটো স্থাপন করে অপবিত্র হওয়া চলবে না। ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলোর প্রতি বিশ্বস্ত প্রত্যেক ব্যক্তি দেখবে যে আমাদের বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন হলো সপ্তম-দিনের বিশ্রামদিন। সরকার যদি ঈশ্বর যেমন আদেশ করেছেন তেমনভাবে বিশ্রামদিনকে সম্মান করত, তবে তা ঈশ্বরের শক্তিতে স্থির থাকত এবং যে বিশ্বাস একসময় সাধুদের কাছে অর্পিত হয়েছিল তার পক্ষে দাঁড়াত। কিন্তু রাষ্ট্রনায়কেরা মিথ্যা বিশ্রামদিনকে সমর্থন করবে এবং পোপতন্ত্রের এই সন্তানের পালনের সঙ্গে তাদের ধর্মবিশ্বাস মিশিয়ে দেবে; যেটিকে তারা প্রভু যে বিশ্রামদিনকে পবিত্র ও আশীর্বাদিত করেছেন—মানুষ যেন পবিত্রভাবে পালন করে সেই জন্য যা তিনি পৃথক করে দিয়েছেন, এবং যা তাঁর ও তাঁর জনগণের মাঝে সহস্র প্রজন্মের জন্য একটি চিহ্ন—তারও ঊর্ধ্বে স্থান দেবে। গির্জাশক্তি ও রাষ্ট্রশক্তির মিশ্রণ লোহা ও কাদামাটির দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে। এই মিলন গির্জাগুলোর সমস্ত শক্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। রাষ্ট্রের শক্তি গির্জাকে অর্পণ করা মন্দ ফল বয়ে আনবে। মানুষ প্রায় ঈশ্বরের সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে। তারা তাদের শক্তি রাজনীতিতে বিনিয়োগ করেছে এবং পোপতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু সময় আসবে যখন ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে দেওয়াদের শাস্তি দিবেন, এবং তাদের মন্দ কাজ তাদেরই উপর ফিরে আসবে। সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেল কমেন্টারি, খণ্ড ৪, ১১৬৮, ১১৬৯।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> যে দৃশ্যে আমাদের জন্য খ্রীষ্টের কার্য এবং আমাদের বিরুদ্ধে শয়তানের দৃঢ় অভিযোগ উপস্থাপিত হয়েছে, সেখানে যিহোশূয় মহাযাজকরূপে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনকারী জনতার পক্ষ হয়ে আবেদন করেন। একই সময়ে শয়তান ঈশ্বরের লোকদেরকে মহাপাপী রূপে দেখায়, এবং তাদের সারাজীবন ধরে যে সব পাপ করতে সে তাদের প্রলুব্ধ করেছে, তার তালিকা ঈশ্বরের সামনে পেশ করে; এবং জোর দিয়ে দাবি

করে যে তাদের অপরাধের কারণে তাদেরকে ধ্বংসের জন্য তার হাতে সমর্পণ করা হোক। সে আরও দাবি করে যে অশুভের আঁতাতের বিরুদ্ধে তাদেরকে পরিচর্যাকারী স্বর্গদূতদের দ্বারা রক্ষা না করা হোক। সে ক্রোধে পূর্ণ, কারণ সে ঈশ্বরের লোকদেরকে জগতের সঙ্গে গুচ্ছে বেঁধে তার প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যে বাধ্য করতে পারে না। রাজা, শাসক ও গভর্নররা নিজেদের ওপর খ্রীষ্টবিরোধীর চিহ্ন আরোপ করেছে, এবং তারা সেই অজগররূপে উপস্থাপিত, যে পবিত্রজনদের—যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ পালন করে এবং যীশুর বিশ্বাস ধারণ করে—সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়। ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতায়, তারা খ্রীষ্টের পরিবর্তে বারাব্বাসকে বেছে নেওয়ার অপরাধেও নিজেদেরকে দোষী প্রমাণ করে।

"ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বের একটি বিবাদ আছে। যখন বিচারসভা বসবে এবং পুস্তকসমূহ খুলে দেওয়া হবে, তখন এক ভয়ঙ্কর হিসাব চুকাতে হবে—যা এখনই বিশ্বকে ভয়ে কাঁপিয়ে তুলত, যদি মানুষ শয়তানি ভ্রান্তি ও প্রতারণায় অন্ধ ও মোহিত না থাকত। নিজের একমাত্র জন্মিত পুত্রের মৃত্যুর জন্য ঈশ্বর বিশ্বকে জবাবদিহির মুখোমুখি করবেন; যাঁকে কার্যত বিশ্ব আবারও ক্রুশবিদ্ধ করেছে এবং তাঁর লোকদের উপর অত্যাচারের মাধ্যমে তাঁকে প্রকাশ্যে লজ্জিত করেছে। তাঁর সাধুদের প্রতি আচরণে বিশ্ব খ্রিস্টকে প্রত্যাখ্যান করেছে; নবী, প্রেরিত ও বার্তাবাহকদের বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দিয়ে তাঁর বার্তাকেও অস্বীকার করেছে। যারা খ্রিস্টের সহকর্মী ছিলেন, তাদের তারা প্রত্যাখ্যান করেছে, এবং এর জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে।" Testimonies to Ministers, 38, 39.